দৈনিক সংবাদ

তারিখ 21 OCT 1987
পৃষ্ঠা 4 কলাম 6

45

(সম্পাদক দায়ী নন)

প্রসঙ্গ ঃ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়

গত ১৭ই আশ্বিন, রোববারের সংবাদে অধ্যাপক এম, আকবর হেলাল বাংলাদেশে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এবং একটি বিশেষ কলেজের পক্ষে ওকালতিও করেছেন। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষে তিনি সেসব যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন তার সারসংক্ষেপ হলো--সেশন জট, সন্ত্রাস, রাজনীতি, প্রশাসনে দুর্নীতি, ছাত্র-অভিভাবক-রাজনৈতিক দলসমূহের দায়-দায়িত্বহীনতা ইত্যাদি। যেসব কারণে শিক্ষা সংকট সৃষ্টি হয়েছে তার মোকাবেলা করা একমাত্র প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমেই সম্ভব; বাংলাদেশ দরিদ্র দেশ, এ দেশে মেধার বিকাশ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমেই হবে ইত্যাদি।

নিম্নলিখিত কারণে আমি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে আপত্তি তুলছি:

(১) শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, প্রশাসনে দুর্নীতি, সেশনজট--এগুলো রয়েছে বা দূর করতে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। নতুন করে আপাতঃ সন্ত্রাসমুক্ত ও দুর্নীতিমুক্ত একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়তো সম্ভব, কিন্তু তাতে বিদ্যমান সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমনের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায়না। আর রাজনীতিমুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনেরও প্রশ্ন ওঠে না; কারণ, ইতিপূর্বেই দেশের ছাত্র-বুদ্ধিজীবিগণ ছাত্ররাজনীতির পক্ষে অনেক বিশ্লেষণ করেছেন যাতে প্রমাণিত হয়েছে, ছাত্ররাজনীতি তৃতীয় বিশ্বের দেশে স্বাভাবিক ও কাম্য এবং তা গণতান্ত্রিক অধিকার। ছাত্র রাজনীতিমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হবে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপবিশেষ।

(২) প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে সীট সংখ্যা রাখতে হবে অত্যন্ত সীমিত। আর অধ্যাপক হেলাল সাহেবের প্রস্তাব অনুযায়ী তা হবে অনাবাসিক। তা হলে কি প্রকৃত মেধাবীরা সেখানে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে। শুধুমাত্র রাজধানীর (অধ্যাপক হেলালের প্রস্তাবানুযায়ী) কিছু সংখ্যক ছেলেমেয়েই সেখানে পড়তে পারবে। আর দেখতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল ব্যয় নির্বাহ করবে কে। ছাত্রদের এই ব্যয় বহন করতে হলে গুটিকয়েক ধনিক সন্তানের জন্য উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হবে। আর বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভর করলে আমাদের পরনির্ভরশীল পঙ্গু জাতীয় অর্থনীতির মতই অবস্থা হবে। সাহায্যদাতারা স্বাভাবিকভাবেই দাবী করবে তাদের মনমত সিলেবাস অনুযায়ী পড়াতে, সুতরাং তা হবে দাসসুলভ মানসিকতা সৃষ্টির সহায়ক।

(৩) আমেরিকা বা অন্যান্য কয়েকটি দেশে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থাকলেও সেসব দেশের সাথে আমাদের দেশের তুলনা চলেনা। তারপর বলা যায়, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশে আজও বেশ কিছু নিরক্ষর লোক রয়েছে। শিক্ষাকে একমাত্র জাতীয়করণ করেই শিক্ষিতের হার ও উচ্চ শিক্ষিতের হার বাড়ানো সম্ভব।

দেশের শিক্ষা সমস্যাকে দূর করার জন্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কোন সমাধান নয়। বরং মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, অধিক সংখ্যক কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে পরিণত করা, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করা, স্কুল ও কলেজকে জাতীয়করণ করা, সর্বোপরি শিক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি প্রকৃত সমাধান বয়ে আনতে পারে।

ফজলে এলাহি মাহমুদ,
৬২৩, উত্তর কাফরুল, ঢাকা।

প্রসঙ্গ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়

গত ৪ঠা অক্টোবর 'সংবাদ'-এর উপ-সম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত অধ্যাপক এম আকবর হেলাল এর নিবন্ধটি পড়লাম, তার এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত। বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমানে অস্ত্র কারখানা ও রাজনীতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। ছাত্ররা সেশন জটে দিশেহারা। সরকার তথা জাতি তা রোধ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে এরূপ একটি বিশ্ববিদ্যালয় তার সমাধান দিতে পারে, যেখানে অস্ত্রের খেলা বা রাজনীতিও হবে না।

এমন অনেক লোক এবং পেশাজীবী রয়েছেন যারা নিয়মিত ছাত্র হিসাবে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন না, তারা এখানে লেখা পড়ার সুযোগ পাবেন।

সাধারণতঃ উচ্চ শিক্ষারত ছাত্ররা ছাত্রাবাসে বা অন্য কোথাও থেকে শুধু লেখাপড়াই করে, কিন্তু এক্ষেত্রে তারা দেশের উৎপাদনমুখী বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থেকেও উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।

প্রতি শ্রেণীতে মাত্র ৫০ জন ছাত্র ভর্তির কথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এখানে অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে দুই তিন গুণ ছাত্র ভর্তি করা যাবে। জনগণ, শিল্পপতি, শিক্ষিত সম্প্রদায় সরকার সকলের সার্বিক সহযোগিতা থাকলে এই উদ্যোগ কার্যকর হতে পারে।

স, ম আশরাফ আলী,
বিষয়বস্তু কর্মকর্তা
মোহাম্মদপুর, যশোর।